ঝিনাইদহের মহেশপুরে কৃষকদের মানববন্ধন

ঝিনাইদহের মহেশপুরে ভেজাল কীটনাশক বিক্রেতাদের লাইসেন্স বাতিল ও ক্ষতিপুরণের দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে মহেশপুর উপজেলার পুরন্দনপুর গ্রামের ভাটামতলা বাজারে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকেরা।এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে গ্রামের শতাধিক কৃষক অংশ নেয়।

সেসময় ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক কে এম সালাউদ্দিন, রুস্তম আলী, আজাদুল ইসলামসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা অভিযোগ করেন, উপজেলার পুরন্দনপুর গ্রামের ভাটামতলা বাজারের ব্যবসায়ী শিমুলসহ আশপাশের কয়েকটি বাজারে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী কৃষকদের কাছে ভেজাল কীটনাশক বিক্রি করছে। ফলে অনেক কৃষকের ফসল নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু কৃষি অফিসে একাধিকবার অভিযোগ জানানো হলেও তারা কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি।

বক্তারা দাবি করেন, অবিলম্বে ভেজাল কীটনাশক বিক্রেতাদের লাইসেন্স বাতিল করতে হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অন্যথায় তারা আরও কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন।

ঝিনাইদহে নারী-শিশু ধর্ষণের প্রতিবাদ ও দোষীদের শাস্তির দাবীতে মানববন্ধন

মাগুরায় ৮ বছরের শিশু আছিয়াসহ সারাদেশে নারী-শিশু ধর্ষণের প্রতিবাদ ও দোষীদের শাস্তির দাবীতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

সোমবার সকালে শহরের পায়রা চত্বরে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে ওয়েলফেয়ার এফোর্টস নামের এক সংগঠন। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সংগঠনটির নেতৃবৃন্দ, মানবাধিকার কর্মীসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়।

ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে মানবাধিকার ডিফেন্ডার ফোরামের সভাপতি আমিনুর রহমান টুকু, সাধারণ সম্পাদক শরিফা খাতুন, মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা সদর উপজেলা শাখার সভাপতি আহম্মদ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক বাবলু কুমার কুন্ডু, তরুন দলের সদস্য শারমিন আক্তার ইমু, গোল্ডেন ওয়েলফেয়ারের নির্বাহী পরিচালক চন্দন বসু মুক্তসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, দেশের বিভিন্ন স্থানে নারী ও শিশুরা প্রতিনিয়ত ধর্ষণ ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এসব বর্বর ঘটনার সুষ্ঠু বিচার না হওয়ায় অপরাধীরা আরও সাহস পাচ্ছে। তারা দ্রুত বিচার আইনের মাধ্যমে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

সেই সঙ্গে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও আইনের যথাযথ প্রয়োগের ওপর জোর দেন বক্তারা।

মেহেরপুরে ৫ দফা দাবিতে মউশিক শিক্ষকদের মানববন্ধন

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিচালিত মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৭ম পর্যায়) প্রকল্পের জনবল রাজস্বকরণ ও আউটসোর্সিং বাতিলসহ পাঁচ দফা দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

রবিবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের কর্মকর্তা- কর্মচারী ও শিক্ষক-কেয়ারটেকার ঐক্য পরিষদ এই মানববন্ধনের আয়োজন করে। মানববন্ধন শেষে পাঁচ দফা দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টার বরাবর প্রদান করা হয়।

মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা শিক্ষক সমিতির সভাপতি হাফেজ মাওলানা আবুল হাশেম। প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর সাধারণ সম্পাদক হযরত মাওলানা রুহুল আমিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড অফিসার ওবায়দুর রহমান, সুপারভাইজার আমানুল্লাহ ও মাস্টার ট্রেইনার মাওলানা আব্দুল হামিদ।

ফিল্ড সুপারভাইজার মুহাম্মদ তাওহীদুল ইসলামের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে আরও বক্তব্য রাখেন কাজীপুর ইউনিয়ন শিক্ষক সমিতির সভাপতি হাফেজ মাওলানা মাজহারুল ইসলাম, বামন্দী ইউনিয়ন শিক্ষক সমিতির সভাপতি হাফেজ মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, শ্যামপুর ইউনিয়ন শিক্ষক সমিতির সভাপতি মাওলানা আওলাদ হোসেন, আমঝুপি ইউনিয়ন শিক্ষক সমিতির সভাপতি হাফেজ মাওলানা ওমর ফারুক, মেহেরপুর সদর উপজেলা শিক্ষক সমিতির মাওলানা শাহজাহান কবীর সজল, মুজিবনগর উপজেলা শিক্ষক সমিতির সভাপতি মাওলানা সাইফুল ইসলাম ও গাংনী উপজেলা শিক্ষক সমিতির সভাপতি মাওলানা আব্দুল হক।

শিক্ষকদের দাবি ও আন্দোলনের কারণ মানববন্ধনে অংশ নেওয়া শিক্ষকরা জানান, এই প্রকল্পটি দীর্ঘদিন ধরে সফলভাবে পরিচালিত হয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষা, কোরআন শিক্ষা ও নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু বর্তমানে প্রকল্পের অনুমোদন জটিলতায় পড়েছে এবং এটিকে আউটসোর্সিংয়ের আওতায় নেওয়ার পরিকল্পনা চলছে, যা শিক্ষকরা মেনে নেবেন না।

শিক্ষকরা আরও জানান, দীর্ঘদিন ধরে তাদের বেতন বকেয়া রয়েছে এবং ন্যায্য বেতন না পাওয়ায় তারা আর্থিক সংকটে ভুগছেন। তিন মাস ধরে বেতন-ভাতা বন্ধ রয়েছে, ফলে মাত্র ৫ হাজার টাকা সম্মানীতে তারা পরিবার পরিজন নিয়ে অতিকষ্টে জীবন যাপন করছেন। তারা দ্রুত প্রকল্প অনুমোদন ও বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবি জানান।

শিক্ষকরা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, তাদের দাবি বাস্তবায়ন না হলে আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে।

এর আগে, জেলা শিল্পকলা একাডেমি থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়।

ঝিনাইদহে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা, ধর্ষণের প্রতিবাদে মানববন্ধন

ঝিনাইদহে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষনের মত অপরাধের প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

রোববার (১৬ মার্চ) সকালে শহরের পায়রা চত্তেও এ কর্মসূচির আয়োজন করে সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) জেলা শাখা। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ নানা শ্রেণিপেশার মানুষ অংশ নেয়।

মানববন্ধনে টিআইবি’র এরিয়া কো- অর্ডিনেটর হুমায়ুন কবির, সনাক সহ-সভাপতি আহমেদ হোসেনসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, মানবিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় ধর্ষণের অন্যতম কারণ।

এ ক্ষেত্রে আইনের সঠিক প্রয়োগের পাশাপাশি মানুষের সচেতনতা খুবই জরুরি।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে শিশু ও নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে মানববন্ধন

বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে শিশু ও নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে মেহেরপুরের আমঝুপিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে মউকের প্রধান কার্যালয়ের সামনে এ

মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

শিশু ও কিশোরীদের প্রতি সহিংসতা বন্ধের আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য দেন মউকের সিনিয়র ম্যানেজার মুরাদ হোসেন ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার ফাহিমা আখতার।

এতে জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, যুবসমাজের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রায় অর্ধ শতাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুরে জাতীয় পরিচয়পত্র পরিষেবা স্থানান্তরের প্রতিবাদে মানববন্ধন

জাতীয় পরিচয়পত্র পরিষেবা স্বাধীন নির্বাচন কমিশন হতে সংবিধিবদ্ধ নতুন কমিশনে স্থানান্তরের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচি করেছে নির্বাচন কমিশন অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন মেহেরপুর।

বৃহস্পতিবার (১৩ মার্চ) সকাল ১১টার দিকে মেহেরপুর নির্বাচন কমিশন অ ফিসের সামনে ‘স্ট্যান্ড ফর এনআইডি’ কর্মসূচিতে নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা দুই ঘণ্টার কর্মবিরতি করেন।

সংবাদ সম্মেলনে কর্মকর্তারা বলেন, এনআইডি নিয়ে ব্যবসা করতে দেয়া হবে না। এনআইডি ধ্বংস হোক আমরা চাই না। সাংবিধানিক অধিকার যেন খর্ব না হয়। ইসিতে দক্ষ জনবল তৈরি হয়েছে।

তারা আরও বলেন, নির্বাচন কমিশনে এনআইডি ডাটাবেইজ নামে কিছু নেই। আছে ভোটার ডাটাবেইজ। বাইপ্রোডাক্ট হিসেবে এনআইডি দেয়া হয়। ভোটার তালিকা থেকে এনআইডি ডাটাবেজ আলাদা করার কোনো সুযোগ নেই।

এ সময় জেলা নির্বাচন অফিসার ওয়ালিউল্লাহ, নির্বাচন অফিসার সৈয়দ আল ইমরান, উচ্চমান সহকারী মাসুদ রানা, হিসাব সহকারি আল-আমিন সহ আরো অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে ধর্ষণের প্রতিবাদে

বিক্ষোভ ও মানববন্ধন

দেশব্যাপী নারি নির্যাতন, ধর্ষণ ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে ঝিনাইদহে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানববন্ধন কর্মসুচি পালিত হয়েছে।

বুধবার সকালে শহরের পায়রা চত্বরে সামাজিক ঐক্যজোটের ব্যানারে এ কর্মসুচির আয়োজন করা হয়। কর্মসুচিতে মানবকল্যান সংঘসহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ যোগ দেন।

মানববন্ধন চলাকালে বক্তব্য রাখেন সামাজিক ঐক্যজোটের সভাপতি গাউস গোর্কি, সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ আনোয়ার মাসুম, সাবেক অধ্যক্ষ ড.বিএম রেজাউল করিম, সুর্শেন্দু ভৌমিকসহ অন্যান্যরা।

বক্তারা দেশব্যাপী ধর্ষণ, নারি নির্যাতন ও নৈরাজ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তারা অবিলম্বে দোষিদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

মেহেরপুরে ধর্ষকের মৃত্যুদণ্ড

কার্যকরের দাবীতে ছাত্রজনতার

মানববন্ধন

ধর্ষণের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার দাবীতে সারাদেশের মতো মেহেরপুরে মানববন্ধন করেছে জাতীয় নাগরিক কমিটি ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

গতকাল রোববার দুপুর ২ টার দিকে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়।

জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য সাহেব মাহমুদের নেতৃত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য সাব্বির আহমেদ, শিহাব উদ্দিন সৈকত, অ্যাডঃ মিজানুর রহমান, খন্দকার মুইজ উদ্দিন, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহবায়ক ইমতিয়াজ আহমেদ, সদস্য সচীব মুজাহিদুল ইসলাম, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের যুগ্ন সংগঠক আসিফ রাব্বি প্রমুখ।

শ্লোগানে বলা হয় ‘দিয়েছি তো রক্ত আরও দেব রক্ত’, ‘ধর্ষকের ঠিকানা, এ বাংলায় হবে না’, ‘একটা একটা ধর্ষক ধর, ধইরা ধইরা জবাই কর’, ‘আবু সাঈদের বাংলায় ধর্ষকের ঠাঁই নাই’, ‘চব্বিশের বাংলায় ধর্ষকের ঠাঁই নাই’সহ বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকে।

এসময় শিক্ষার্থীদের হাতে “ধর্ষকের ফাঁসি চাই,”আইনের কঠোর প্রয়োগ চাই”, “সারা বাংলা খবর দে ধর্ষকদের কবর দে” “আমি আছিয়া হতে চাই না”, “নারী নিপীড়ন বন্ধ কর” ইত্যাদি প্ল্যাকার্ড দেখা যায়।

মেহেরপুরে বসুন্ধরা শুভসংঘের খাদ্যে ভেজাল বিরোধী মানববন্ধন ও লিফলেট বিতরণ

ভেজাল খাদ্য আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি। কৃত্রিম রঙ, রাসায়নিক সংযোজন, মেয়াদোত্তীর্ণ ও নিম্নমানের খাদ্য আমাদের দেহে ধীরে ধীরে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। শিশু থেকে শুরু করে বয়স্ক পর্যন্ত সবাই ভেজাল খাদ্যের শিকার হচ্ছেন।

খাদ্যের এই ভেজাল রোধে জনসচেতনতা বাড়াতে মেহেরপুরে বসুন্ধরা শুভসংঘের উদ্যোগে মানববন্ধন ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (৪ মার্চ) দুপুর ১২ টার দিকে মেহেরপুর শহরের শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কের সামনে এই কর্মসূচি পালন করা হয়।

বসুন্ধরা শুভসংঘ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি কলেজ শিক্ষক এস এম রফিকুল আলম বকুলের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, কালের কণ্ঠ প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিন।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন শুভসংঘের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. অনিক হাসান ও সাহিত্য ও সাংস্কৃতি সম্পাদক উলমাতুন নেছা পূর্নিমা।

মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু বলেন, বাঁচতে হলে খেতে হয়, আর খেতে হলে খাবারটা হতে হবে পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ। কিন্তু যখন সেই খাবার আমাদের অসুস্থতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তখন স্বাস্থ্য ঠিক রাখা সত্যিকার অর্থেই বড় একটি সমস্যা হয়ে যায়।

বাংলাদেশে ভেজাল খাদ্য একটি ভয়াবহ বাস্তবতা। সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হলো, শুধু সাধারণ খাদ্য নয়, ওষুধ পর্যন্ত ভেজাল মিশ্রিত হয়। এমনকি শিশু খাদ্যেও ভেজাল মেশানো হয়, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। যে শিশু মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি, তার খাবারে ভেজাল মেশানো হলে বড়দের খাবারের মান কতটা নিরাপদ বা অনিরাপদ, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। আমরা যা খাচ্ছি, তা আসলেই খাদ্য, নাকি অখাদ্য এটি গভীরভাবে চিন্তার বিষয়। সময় উপযোগী এ ধরণের সচেতনতামূলত কর্মসূচী বাস্তবায়ন করায় শুভসংঘকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সভাপতির বক্তব্যে এস এম রফিকুল আলম বলেন, আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেমন দুর্নীতি প্রবেশ করেছে, তেমনি খাদ্যে ভেজালও এক মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য ও বিষক্রিয়াযুক্ত খাদ্য গ্রহণের ফলে আমাদের স্বাভাবিক শারীরিক গঠন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং মানুষ জটিল থেকে জটিলতর রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

তিনি বলেন, এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় মানুষকে সচেতন করতেই বসুন্ধরা শুভসংঘের আজকের এই আয়োজন। আমি সবাইকে আহ্বান জানাই, পবিত্র রমজান মাসে যেন আমরা সুস্থ, সতেজ ও বিষমুক্ত খাবার গ্রহণ করি। সবাইকে এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে।

বিশেষ করে ব্যবসায়ী ভাইদের প্রতি আমার উদাত্ত আহ্বান এই পবিত্র মাহে রমজানে মানুষকে বিশুদ্ধ, সতেজ ও ভেজালমুক্ত খাবার সরবরাহ করুন। আপনার সামান্য সতর্কতা ও নৈতিকতার চর্চা সমাজে ইতিবাচক

পরিবর্তন আনতে পারে।

বসুন্ধরা শুভসংঘ মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক তরুণ সংগঠক মো. নাফিউল ইসলামের সঞ্চালনায় এসময় বসুন্ধরা শুভসংঘের সকল সদস্যরা অংশ নেন।

পরে, বসুন্ধরা শুভসংঘের সদস্যরা পথচারী ও ব্যবসায়ীদের হাতে লিফলেট তুলে দেন এবং কীভাবে ভেজাল খাদ্য চিহ্নিত করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ দেন।

ইটভাটা চালু রাখার দাবিতে গাংনীতে স্মারকলিপি প্রদান

ইটভাটা চালু রাখার দাবিতে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা এবং পরিবেশ, বন ও পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বরাবর ম্মারকলিপি প্রদান করেছে গাংনী উপজেলা ইটভাটা মালিক সমিতি।

মঙ্গলবার (৪ মার্চ) সকাল ১১টায় বিক্ষোভ মিছিল সহকারে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্বরে বিভিন্ন ইটভাটার মালিক ও শ্রমিকরা অবস্থান নেন। এবং বিভিন্ন বক্তব্য তুলে ধরেন। এসময় ইটভাটার বিপুল পরিমাণ শ্রমিকরাও অংশ নেন।

বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা ইট ভাটা মালিক সমিতির সভাপতি এনামুল হক, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল খালেক, গাংনীর সাবেক এমপি ইটভাটা মালিক আমজাদ হোসেন, উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ইটভাটা মালিক জুলফিকার আলী ভূট্টো, বামন্দী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ইটভাটা মালিক আওয়াল বিশ্বাস, ইটভাটা শ্রমিক আলফাজ উদ্দিন প্রমুখ।

তারা আরও বলেন, গাংনী উপজেলায় ৫৫টি ইটভাটায় রয়েছে। এই ইটভাটা গুলোতে হাজার-হাজার শ্রমিক কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। এসব ইটভাটাগুলো প্রায় ৩৫-৪০ বছরের অধিক সময় ধরে চলমান রয়েছে। কিন্তু পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৩ সালের পরিবেশ আইন অনুযায়ী অধিকাংশ

ইটভাটাকে ছাড়পত্র প্রদান না করায় এবছর এসব ভাটাগুলোকে অবৈধ ঘোষণা করে। অথচ এই ভাটাগুলোর কাস্টমস ভ্যাট, আয়কর, বাণিজ্যিক হারে জমির খাজনা, ট্রেড লাইসেন্স বাবদ প্রতি বছর ৫-৬ লক্ষ টাকা অগ্রিম রাজস্ব দিয়ে আসছে। এছাড়াও ইটভাটা পরিচালনার অন্যান্য খাতের জন্য ব্যাংক ঋণ বা দায়দেনা রয়েছে। শ্রমিকদের অগ্রিম হিসেবে বড় অংকের টাকা প্রদান করা হয়েছে। এসময় ইটভাটাগুলো বন্ধ করলে ভাটা মালিকরা বড় ধরণের অর্থনৈতিক ঝুঁকিতে পড়বেন। এছাড়া ভাটায় কর্মরত শ্রমিকদের জীবন রজীবিকা ব্যাহত হয়ে পড়বে। এমতাবস্থায় ইটভাটাগুলো চলতি সৌসুম পর্যন্ত পরিচালনা করার সুযোগ দেবার জন্য প্রশাসনের কাছে অনুরোধ জানান বক্তারা।

পরে উপজেলা ইট ভাটা মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দরা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা এবং পরিবেশ, বন ও পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বরাবর একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, পরিবেশ উপদেষ্টার ঘোষণার পর মেহেরপুরে জেলা প্রশাসনের প্রশাসনের অভিযানে বেশ কয়েকটি ভাটাতে জরিমানা আদায় ও ইটভাটাগুলো বন্ধের আদেশ দেন।

মেহেরপুর জেলায় ১০৮ টি ইটভাটা রয়েছে। কোনো ইটভাটায় পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নেই। সবগুলোই অবৈধভাবে গড়ে উঠেছে।